البنغالية

رسالة المسجد والصلاة

مسجد ও নামাযের মর্ম কথা

المكتب التعاوني للدعوة بالروضة
هاتف: ٢٤٩٢٧٢٧ فاكس: ٢٤٠١١٧٥

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة ، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الهذيل ، عبدالله بن عبدالرحمن

رسالة المسجد / ترجمة محمد مطيع - الرياض .

٤٤ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك ٥ - ١ - ٩١٩٣ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١ . المساجد ٢ . التربية الإسلامية

أ . مطيع ، محمد (مترجم) ب . العنوان

ديوي ٢١٥ ١٩/٤٠٩٣

رقم الايداع : ١٩/٤٠٩٣

ردمك : ٥ - ١ - ٩١٩٣ - ٩٩٦٠

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম নবীকূল শিরমণি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের উপর ।

প্রত্যেক মুসলমানের মহান দায়িত্ব একে অন্যকে এমন সব কাজ সম্পর্কে সৎ উপদেশ দান করা যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে , আর আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দেয়াও তত বড় গুরু দায়িত্ব । ইসলামে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে সকল মুসলমানই অবগত আছেন, নামায হলো দ্বীনের দ্বিতীয় স্তম্ভ, নামায পড়ার জন্য আল্লাহ এর কিছু হুকুম ও আদব বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে পরিস্কার ভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সে অনুযায়ী নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বলেন ঃ

"আমি যে ভাবে নামায আদায় করি তোমরা ঠিক সে ভাবেই নামায আদায় কর" ।

এজন্যই সৎ উদ্দেশ্যে আমি এই চটি বইখানি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। এখানে মূল বিষয়বস্তু যা আলোচনা হয়েছে তা হলো সমাজ জীবনে মসজিদের গুরুত্ব, ইহার হুকুম আহকাম এবং আদব সমূহ ।

এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একজন মানুষের, স্বভাবতঃ মানুষের কর্ম শুদ্ধও হতে পারে এবং এতে ভূল ভ্রান্তিও থাকতে পারে, শুদ্ধ বিষয়গুলো একান্ত আল্লাহর অনুগ্রহেই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ভূলের দিকটি ফিরে আসবে ব্যক্তির নিজের দিকে, আল্লহ ঐ পাঠকের মুখ মণ্ডলকে উজ্জল করুন যিনি বইটি পড়ে আমাকে ভূল দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করবেন । পরিশেষে দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবীজির উপর ও তাঁর সাহাবাদের উপর ।

ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়া'লা বলেন ঃ

" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا "

অর্থাৎ ঃ " নিশ্চয়ই মস্‌জিদ সমূহ আল্লাহর জন্য অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকোনা " । (সূরা আল জ্বিনঃ ১৮)

এখানে মস্‌জিদ এবং আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এ দুয়ের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে । আল্লাহ তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করার জন্য । যেমন আল্লহ বলেন ঃ " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ "

অর্থাৎ ঃ " আমি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি এক মাত্র আমার ইবাদত করার জন্য " । (সূরা আয্‌যারিয়াতঃ ৫৬)

আর মসজিদ সমূহ স্থাপন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে বাস্তব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে মানুষ আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নিবে।

আর যে ব্যক্তি গভীর ভাবে চিন্তা করবে এবং মসজিদের সাথে আমাদের সালফে সালেহীনদের (পূর্বসূরীদের) সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে নিশ্চয়ই অবহিত হতে পারবে যে , আজকের দিনে মস্‌জিদের সাথে সমাজের মানুষের সম্পর্কের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কি কি । এ জন্য মুসলমানদের উপর অপরিহার্য যে তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিবে এবং সৎ উপদেশ প্রদান করবে যাতে করে তারা অনুধাবন করতে এবং বুঝতে পারে যে , প্রকৃত অর্থে আল্লহর ঘরের কি অধিকার তাদের উপর । আর এ সত্যকে বুঝাতে হবে একমাত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের আলোকে ।
আজকের এ প্রবন্ধে আমি মস্‌জিদ এবং মস্‌জিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে আলাচনা করব । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহযোগিতা করা এবং আমাদের পূর্বসূরীগণ যে ভাবে মস্‌জিদের অধিকার আদায়ে ব্রত ছিলেন তা পূনরুজ্জীবিত করা ।
এখানে মূল আলোচনা দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে।
১ । ইসলামের মানদণ্ডে মসজিদের মর্যাদা ও এর ভূমিকা ।
২ । মসজিদের আদব এবং এর হুকুম আহকাম।

প্রথম ঃ মসজিদের মর্যাদা ও এর ভূমিকা ঃ

মসজিদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় সবচেয়ে উত্তম স্থান । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন ঃ " আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হাট বাজার "। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৬৭১)

মসজিদ নির্মাতার প্রতিদানকে আল্লাহ তায়া'লা অধিক হারে বৃদ্ধি করে দেন ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মান করবেন । (আল বুখারী ৪৫০, মুসলিম ৫৩৩)

এভাবে একজন ব্যক্তির প্রত্যেক সকাল- সন্ধ্যা মসজিদে আগমন জান্নাতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং মসজিদের সাথে হৃদয় মনের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়া পাওয়ার পথ হিসাবে গণ্য করা হয় ।

এছাড়া মসজিদের আরো অনেক ফজিলত রয়েছে

এই স্বল্প পরিসরে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয় ।
অপর যে বিষয়টি মসজিদের গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত করে তোলে তা হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে প্রথম যে কাজটি সম্পাদন করেন , তা হলো কোবা মসজিদ নির্মাণের কাজ। এই মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য । এরপর যখন তিনি মদীনা শরীফ উপস্থিত হলেন তখন প্রথমই তাঁর মসজিদ 'মসজিদে নববী' তৈরী করলেন । তাছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে এসে প্রথম যে কাজটি করতেন তা হলো প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এ কাজের উপর অন্য কোন কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন না ।
আল্লাহ তায়া'লা পৃথিবীর সকল স্থানের উপর

মসজিদকে প্রধান্য দিয়েছেন , ইহা ব্যতিত এক মসজিদের উপর অন্য মস্‌জিদকেও প্রাধান্য দিয়েছেন , প্রাধান্যের দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম মসজিদ বাইতুল্লাহ শরীফ । মানুষের জন্য এটাই প্রথম ঘর । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

" إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا "

অর্থাৎ ঃ " নিঃসন্দেহে সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ঘর , যা বাক্কায় (১) অবস্থিত এবং ইহা বরকতময় " । (আল ইমরানঃ ৯৬) অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদে নববী , এর পর মসজিদে আকসা ।

---

(১)বাক্কা বলতে মক্কাকে বুঝানো হয়েছে

সওয়াবের নিয়তে ভ্রমণ করা এই তিন মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে । বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ " তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে গাটরি - বোচকা বেঁধে সওয়াবের নিয়াতে সফর করো না । ঐ মসজিদ তিনটি হলোঃ বইতুল্লাহ শরীফ, মসজিদে আক্সা এবং আমার এই মসজিদ" ।

(আল বুখারী ১১৯৭ , মুসলিম ৮২৭)

প্রিয় পাঠক ! মুসলমানদের অবস্থা একটু ভেবে দেখুন, একটু তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন , তারা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে না যেয়ে কবর এবং মাজারের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করছে এবং জাহেলী যূগের মত আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্যদের ইবাদত করছে ।

ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের ভূমিকা ঃ

এ সম্পর্কে আলোচনা তো এ গুটি কয়েক লাইনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় এবং এর বর্ণনা শেষ করার মতও নয় । তবে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, মসজিদ এমন এক বিদ্যালয় যেখানে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চর্চা করা হয় এবং আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে উহা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং এই আত্মশুদ্ধির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে একজন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর , যখন সে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্রত হয় এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ সমূহকে বর্জন করে । মসজিদ এমন এক বিদ্যাপীঠ যেখানে শিক্ষা দেয়া হয় আল্লাহর কিতাব , শিখানো হয় রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, বর্ণনা করা হয় আল্লাহর বিধান । এর পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসে জাতির শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ , বাস্তবমুখী ওলামায়ে

কেরাম , নিষ্ঠাবান আল্লাহর পথের আহবায়কগণ এবং মসজিদ থেকেই রেসালাতের আলো বিচ্ছুরিত হয় পৃথিবীর দিক দিগন্তে। আর আমাদের কথা ও কর্মে ঐ সূরই ধ্বনিত হওয়া উচিৎ যা ধ্বনিত হয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের কণ্ঠ হতে। তারা বলতেন ঃ আমাদের আগমন ঘটেছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য এবং সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে প্রশস্ত পৃথিবী ও আখেরাতের দিকে নিয়ে আসার জন্য । মসজিদ আল্লাহর ইবাদত করার মূল ঘাটি, এখান থেকেই বিচ্ছুরিত হয় জিহাদের দিপ্তশীখা, ফলে এখান থেকেই তখন বেরিয়ে আসে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ ঐ সমস্ত সৈনিকগণ যারা হাসি মুখে জীবন বিলাতে পারে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। এই মসজিদই হলো আশ্রয় স্থল এখানে এসে আশ্রয় নেয়

মেহমান, অপরিচিত জন, এমন দুর্বল যে কোথাও আশ্রয়ের সন্ধান না পেয়ে এখানে এসেই লাভ করে আত্মতৃপ্তি , খুঁজে পায় নিজের সমস্যার সমাধান । মসজিদ হলো বিচারালয় , এখানে মানুষ উত্থাপন করে তাদের দাবী দাওয়া, বিচার ফয়সালার পরে এখানেই তাদের বিচারের রায় শোনানো হয় ।

মসজিদ হলো ফয়সালার জায়গা , এখানে অভ্যর্থনা জানান হয় বিভিন্ন প্রতিনিধিদেরকে এবং এটাই হলো আমাদের মজলিসে শুরা বা পরামর্শ সভার স্থান , এখানে জাতির সকল সমস্যা উপস্থাপন করা হয় এবং এখানেই জাতির কল্যান নিয়ে চিন্তা করা হয় । রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীদের যূগে এটাই ছিল মসজিদের মূল দায়িত্ব ও লক্ষ্য । আর এই মিশনের মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছিলাম আমাদের সম্মান ও সার্বিক কল্যাণ ।

তখনকার দিনে মসজিদগুলো জাঁক- জমক ও চাকচিক্যময় ছিলনা , কিন্তু তারপরেও সেখান থেকে আমাদের যে সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা হয়েছিল মসজিদ মানুষের মনোরাজ্যে স্থান করে নিতে পেরেছে বলে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতি ছিল বলে ঈমান এবং সেখান থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করা হয়েছিল বলে ।

দ্বিতীয় ঃ মসজিদের আদব কায়দা , নিয়ম শৃংখলা এবং মসজিদের বিভিন্ন বিধি - বিধান ঃ

নিঃসন্দেহে ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের রয়েছে এক মহান মর্যাদা , ইসলাম মসজিদকে করেছে সম্মানের আসনে সমাসীন এবং ইহা পবিত্র স্থান , এজন্য মসজিদের আদব- কায়দা এবং হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের অবহিত

হওয়া প্রয়োজন, তবেই জাগরুক থাকবে মসজিদের মহান মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে এবং আমরা রক্ষা করতে পারব এর পবিত্রতা ।

প্রত্যেক মুসলমানের নিকট মসজিদের হুকুম-আহকামগুলো দিনের আলোর মত স্পষ্ট থাকা উচিৎ এতে করে মসজিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তারা সচেতন থাকতে পারবে এবং মসজিদে যে যে কাজগুলো করা উচিৎ নয় তা বুঝতে পারবে এবং অপরকে বুঝাতে পারবে ।

আমরা আমাদের বাসস্থান সমূহের সংরক্ষনের জন্য যে প্রচেষ্টা করে থাকি , আল্লাহর ঘরের জন্য এর দ্বিগুন প্রচেষ্টা করা উচিৎ ।

পাঠক সমীপে মসজিদের হুকুম - আহকাম এবং এর আদব- কায়দা সম্পর্কে কিছু দিক নিম্নে উপস্থাপিত করা হলো ঃ

১। মসজিদের মধ্যে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর

তাওহীদের কাজ হওয়া উচিৎ কেননা ইহাই দ্বীনের মূল এবং মসজিদের উত্তম নিদর্শন ।
আল্লাহ তায়া'লা বলেন ঃ

" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا "

অর্থাৎঃ " মসজিদ হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য । অতএব তোমরা আল্লাহ তায়া'লার সাথে কাউকে ডেকোনা " । (সূরা আল-জ্বিন ঃ ১৮)
তাই ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে অধিক অত্যাচারী হতে পারে যে আল্লাহর ঘরকে শিরকের আখড়ায় পরিণত করে এবং সেখানে বিভিন্ন উপাস্যের নামে বিভিন্ন ইবাদত করে থাকে । এ জন্যই তো কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে যে, কবরকে যেন মসজিদ বানানো না হয় ।
বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে"। (আল বুখারী ৪৩৫, ৪৩১ , মুসলিম ৫৩১)

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষ তারা যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত এসে পড়বে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করবে"।(মুসনাদুল ইমাম আহমদ হাদীস নং ৩৮৩৪,৪১৩২)

এর চাইতে আরো দুঃখের বিষয় হলো, বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখা যায় মসজিদের মধ্যেই কবর নির্মাণ করা হয় , এতে করে হৃদয় আল্লাহর জিকের থেকে ফিরে ঐ কবরের দিকেই আকৃষ্ট হয় । নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজ হলো বড় শিরক এর অর্ন্তভুক্ত । অতএব সকল মুসলমান যদি সত্যিকার

অর্থে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে তাহলে সে যেন আল্লাহর জন্য উপদেশকারী হয়ে যায় এবং একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের অনুসারী হয় । আল্লাহ বলেন ঃ

" فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا "

অর্থাৎঃ " অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে " । (সূরা আল্-কাহফ ঃ ১১০)

২। মসজিদের হুকুম- আহকামের মধ্যে আরো একটি দিক হলো ইহার দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যকে প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করা , এ দায়িত্বকে সঠিক অর্থে অনুধাবন করা সম্ভব হলে মসজিদের সকল দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া সম্ভব । যেমনটি সম্ভব

হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যূগে । কিন্তু অবস্থা এমনটি না হলে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করা হবে , আর কিছু দায়িত্ব অবজ্ঞা করে ছেড়ে দেয়া হবে ।

৩। মসজিদে যাওয়ার সময়, প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় শরীয়ত সম্মত পন্থায় ও হাদীসে বর্ণিত দুআ'গুলো পাঠ করা উচিৎ ।

যখন কোন ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন তার উচিৎ, ওজু অবস্থায় বিনয় সহকারে, স্থিরচিত্তে, মার্জিত ভাবে মসজিদে গমন করা এবং অলসের মত হাতের আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে না যাওয়া ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন উত্তম ভাবে অজু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন

যেন এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের সাথে না জড়ায়; কেননা তার মসজিদে আগমনের অবস্থাও নামাযের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত ।
(আত্তিরমিযী ৩৮৬ , মুসনাদে ইমাম আহমদ ১১১২০)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ যখন নামায শুরু হয় তখন তোমরা নামাযের জন্য দৌড়ে এসো না বরং ধীরে- সুস্থে হেঁটে এসো এবং এসে ইমামের সাথে নামাযের যে অংশটুকু পাবে তা আদায় করবে আর যে অংশটুকু পাবে না তা পূর্ণ করবে । (বুখারী ৯০৮ , মুসলিম ৬০২)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে বলতেন ঃ

" اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِيْ نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا " .

অথাৎঃ হে আল্লাহ আমার হৃদয়ে নূর দান করুন এবং আমার জিহবায়, কর্ণে, চক্ষুতে নূর দান করুন এবং নূর দান করুন আমার সামনে পেছনে উপরে নীচে , হে আল্লাহ আমাকে নূর দান করুন ।
(আল বুখারী ৬৩৬১ , মুসলিম ৭৬৩)
উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং বলা হয়েছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে যাওয়ার পথে এই দুআ' পড়তেন।
মসজিদে যখন প্রবেশ করবেন তখন প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখবেন । মসজিদে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দুআ'গুলো পড়া উচিৎ ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবেঃ

" اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ " .

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার খুলে দিন ।

আর বের হওয়ার সময় বলবে ঃ

" اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " .

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করি । (মুসলিম ৭১৩)

ইমাম আবু দাউদ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন ঃ

" أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمْ " .

অর্থাৎ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান

আল্লাহর নামে, তাঁর সম্মানিত আনন (চেহারা) এবং চিরন্তন সার্বভৌমত্বের দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি । (আবু দাউদ ঃ ৪৬৬)

মসজিদে আগমনের সময় প্রতিটি পদচারনার জন্য অফুরন্ত সওয়াব রয়েছে । মসজিদে গমনকারীর জানা উচিৎ তার প্রতিটি পদচারনার বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি পাপ মোচন করা হয় । (আল বুখারী ঃ ৪৭৭)

কোন লোক যদি জুমআ'র নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে তাহলে গোসল করে আতর সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং উত্তম পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে আসা সুন্নাত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আবু আইয়ূব আল আনসারী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআ'র দিন গোসল করে , আতর -সুগন্ধি ব্যবহার করে

এবং উত্তম পোষাক পরিধান করে, অতঃপর ধীর সুস্থে বের হয়ে মসজিদে এসে দু'রাকাত নামায পড়ে এবং ঐ অবস্থায় কাউকে কষ্ট না দিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকে , এর পর ইমামের সাথে নামায শেষ করে তাহলে তার এক জুমআ' হতে অন্য জুমআ' পর্যন্ত সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় । (মুসনাদুল ইমাম আহমদ ঃ ২৩০৫৯)

অতএব মসজিদে প্রবেশ করলে কাউকে কষ্ট দেয়া বা কাঁতারের মধ্যে কাউকে কোণঠাসা করা বা অন্যের জায়গা দখল করা কিংবা মানুষের ঘাড় টপকিয়ে এদিক সেদিক যাওয়া আসা করা, এ ধরনের সকল কাজ নিষিদ্ধ। আর সব সময় চেষ্টা করবেন প্রথম কাঁতারে দাঁড়াবার জন্য । আমাদের উচিৎ নয় ঐ সকল নিরাসক্ত ব্যক্তিদের মত হওয়া যারা সব সময় পিছনের কাঁতারে থাকতে চায় , এটা নিতান্তই ভুল ।

৪। মসজিদের হুকুমের মধ্যে আরো একটি দিক হলো মসজিদে প্রবেশ করলে প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ দু'রাকাত নামায আদায় করা । এ নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়। তবে যদি ফরজ নামায শুরু হয়ে যায় তাহলে ঐ দু'রাকাত নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। এর দলিল হলো ঐ হাদীসটি যেটি আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ৭জন হাদীস শাস্ত্রের ইমাম , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু'রাকাত নামায পড়া ব্যতিত সে যেন না বসে। (আল বুখারী ১১৬৭ , মুসলিম ৭১৪)

৫। মসজিদের সম্মান, সৌন্দর্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং যে সকল কাজে এর মর্যাদা হানি হয় সে সমস্ত কাজ হতে মসজিদকে সংরক্ষণ করা উচিৎ ।

আর প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সুন্দর ও মার্জিত অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে প্রবেশ করা, কেননা অশোভনীয় অবস্থায় বা দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় মসজিদে পবেশ করলে এটা অন্যান্যদের জন্য কষ্টের কারণ হয় । আল্লাহ বলেনঃ

" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "

অর্থাৎঃ " হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর সাজ - সজ্জা গ্রহণ কর" । (আল- আ'রাফ ৩১)

প্রত্যেক মুসলমানের এ দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিৎ যে, মসজিদ যেন নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন না থাকে বরং ছোট বড় যে কোন বস্তুই মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে তা সাথে সাথে সরিয়ে ফেলা উচিৎ । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত , তিনি এক বেদুঈনের

মসজিদে পেশাব করা প্রসঙ্গে বললেন ঃ এই মসজিদ প্রশ্রাব বা ময়লাযুক্ত করার জন্য নয় বরং এটা আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য । (সহীহ মুসলিম ২৮৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ পরিস্কার এবং সুগন্ধময় করার জন্য আদেশ করেছেন এবং প্রত্যেক কাজ যা নামাযীদের জন্য কষ্টদায়ক তা থেকে নিষেধ করেছেন । আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বস - বাসের স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ করেছেন এবং তিনি আরো আদেশ করেছেন যে, উহা যেন পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন এবং সুগন্ধময় রাখা হয় । (আত্ তিরমিযি ৫৯৪, আবু দাউদ ৪৫৫ , ইবনে মাযাহ ৭৫৯)

জাবের (রাঃ) হতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেনঃ কোন ব্যক্তি যেন পিঁয়াজ, রসুন বা কুর্‌রাছ (১) খেয়ে আমাদের মসজিদের ধারে কাছেও না আসে ; কেননা আদম সন্তান যে কারণে কষ্ট পায় ফেরেশ্‌তারাও সে কারনে কষ্ট পায় ।
(আল বু খারী ৮৫৪ , মুসলিম ৫৬৪)
এই দুই হাদীস গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ , মুখে থুথু এসে গেলে উচিৎ হলো তা ফেলে ঢেকে দেয়া । (আল বুখারী ৪১৫ , মুসলিম ৫৫২)
আবু যার (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মতের ভাল এবং মন্দ আমলগুলো আমার সামনে উপস্থাপন করা হলো ,আমি তাদের

---

(১) এটা পিঁয়াজের মত গন্ধ বিশেষ এক প্রকার ফসল।

উত্তম আমলের মধ্যে অন্যতম যে আমলটি দেখতে পেলাম , তা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলা, আর তাদের মন্দ আমলের মধ্যে একটি আমল দেখতে পেলাম , তা হলো মসজিদে তাদের নিক্ষিপ্ত কফ , থুথু যা ঢেকে দেয়া হয়নি (১)। (মুসলিম ৫৫৩)

৬ । মসজিদের হুকুম আহকামের মধ্যে আরেকটি দিক হলো মসজিদের ভিতর বেচা- কেনা ও এখানে দুনিয়ার অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকা । মসজিদ হলো শুধুমাত্র আল্লাহকে স্মরণ ও তাঁর ইবাদতের জন্য । রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

(১) আগের দিনের মসজিদের মেঝে মাটির ছিল । কারো মুখে থুথু জমা হলে তা বাম পায়ের নিচে মাটিতে ঢেকে দেয়া হতো । বর্তমানে প্রায় মসজিদের মেঝেই পাকা , তাই মুখে কফ বা থুথু আসলে তা রুমাল বা টিসু পেপার দিয়ে মুছে নেওয়াই উত্তম ।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আরব বেদুঈনকে বলেছিলেন " এই মসজিদ হলো আল্লাহর স্মরণের জন্য, নামাযের জন্য এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য " । (মুসলিম ২৮৫)

আমর বিন শুয়ায়েব তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃতি এবং বেচা - কেনা করা থেকে নিষেধ করেছেন , এছাড়া শুক্রবার দিন নামাযের পূর্বে মসজিদে পরিবেষ্ঠিত হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন । (আত্তিরমিযি ৩২২, আবু দাউদ ১০৭৯, আন্নাসায়ী ৭১৪)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে বেচা - কেনা করতে দেখবে তখন বলবে , আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে ফলপ্রসূ না করুন । (আত্তিরমিযি ১৩২, আদ্দারেমী ১৪০১)

৭। মসজিদের আরো একটি হুকুম হলো এখানে হারানো জিনিষ অনুসন্ধান করা ঠিক নয় , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন শুনবে মসজিদে কোন ব্যক্তি হারানো বস্তু খোঁজ করছে তখন বলবে , আল্লাহর তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দিন ; কেননা মসজিদ এ জন্য বানানো হয়নি ।

৮ । মসজিদকে এমনভাবে কারুকার্য খচিত করা উচিৎ নয় যা নামাযী ব্যক্তির মন অন্য দিকে নিবিষ্ট করে এবং ইবাদত থেকে বিরত রাখে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি আলামত এই যে মানুষ তাদের মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ করবে । (আন্‌নাসায়ী ৬৮৭)
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা

এমন ভাবে মসজিদ সমূহ সৌন্দর্য ও সুষমা মণ্ডিত করবে , যেমনটি করেছিল ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ । (আবু দাউদ ৪৪৮)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরোল্লেখিত মসজিদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামগুলো আপনাদের জ্ঞাতার্থে আলোচনা করেছি , এ বিষয়ে আপনাদের ভূমিকা সুষ্ঠ হওয়া চাই এবং জ্ঞান ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা চাই , যাতে করে ঐদিন আপনারা আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়াতে অবস্থান করতে পারেন , যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া থাকবে না ।

ইসলামের দৃষ্টিতে জামায়া'তে নামায পড়ার গুরুত্ব

ইসলামের সুন্দর দিকগুলোর মধ্যে একটি দিক হলো মুসলমানরা আল্লাহর ঘরে একত্রিত হবে, সারিবদ্ধ হয়ে তারা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে আর তাদের এই একত্রিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর একত্ববাদ এবং বিকাশ ঘটবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করার মূল অর্থ । এজন্যই জামায়া'ত সহকারে নামায আদায় করা ওয়াজিব করা হয়েছে । প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই করণীয় যে জামায়া'ত সহকারে নামায আদায় করাকে বাস্তবে রূপদান করবে এবং এর সংরক্ষণ করবে । জামায়া'ত সহকারে নামায আদায়ের ছাওয়াবকে বহুগুনে বৃদ্ধি করা হয়েছে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "একাকী নামায আদায় করার চেয়ে জামায়া'ত

সহকারে নামায আদায়ের মধ্যে সাতাশ গুন বেশী ছাওয়াব "। (আল বুখারী ৬৪৫ , মুসলিম ৬৫০)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ " কোন ব্যক্তির ঘরে অথবা বাজারে নামায পড়ার চেয়ে জামায়া'ত সহকারে নামায আদায়ের মধ্যে পঁচিশ গুন বেশী ছাওয়াব " । এটা হবে যখন ঐ ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করবে , অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বের হবে , এ অবস্থায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তার সম্মান বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি করে পাপ মোচন করা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকবে ততক্ষণ ফিরেস্তারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং বলবে ঃ "হে আল্লাহ তার প্রতি রহমত করুন " এবং কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায আদায় করে অন্য নামাযের অপেক্ষায় থাকলে মধ্যবর্তী সময়টা নামায হিসাবেই

গণ্য হবে । (আল বুখারী ৬৪৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়া'ত সহকারে পড়ল সে যেন অর্ধ রাত্রি নামায আদায় করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়া'ত সহকারে আদায় করল সে যেন পুরো রাত্রি নামায পড়ল । (মুসলিম ৬৫৬)
জামায়া'ত সহকারে নামায আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি জামায়া'ত সহকারে নামায পড়েনা তার ভয়াবহ পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে । আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন নামায হলো এশার নামায এবং ফজরের নামায । জামায়া'ত সহকারে ঐ দুই নামায আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ দুই নামাযে

উপস্থিত হতো । আমার মনে চায় আমি নামাযের ইকামত দেওয়ার জন্য আদেশ করি, এর পর কোন ব্যক্তিকে আদেশ করি লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করার জন্য, তার পর আমি কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি যারা জামায়া'তে উপস্থিত হয়না এবং আমি যাদেরকে নিয়ে বের হবো তাদের সাথে থাকবে কাঠ - খড়ির বোঝা, এর পর যারা জামায়া'তে আসেনা তাদের ঘর - বাড়ী পুড়িয়ে দেই । (আল বুখারী ১৫৭, মুসলিম শরীফ ৬৫১)

জামায়া'ত সহকারে নামায আদায় করা যে ওয়াজিব তা এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় এবং জামায়া'তে উপস্থিত না হওয়া যে জঘন্য অপরাধ তাও প্রমাণিত হলো এই হাদীস দ্বারা ।

এসম্পর্কে আরো একটি দলিল আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত , একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি আসল এবং বলল হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন লোক নেই , এ জন্য আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন । কিন্তু ঐ ব্যক্তি ফিরে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? উত্তরে বললেনঃ হাঁ , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি জামায়া'তে উপস্থিত হও । (মুসলিম শরীফ ৬৫৩) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাকে এ বিষয়ে ছাড় দেয়ার কোন উপায় আমি দেখছিনা । (আবু দাউদ ৫৫২)

প্রিয় পাঠক ! এই হাদীসটির অর্থ সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন , অন্ধ ব্যক্তিকে পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামায়া'তে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দেননি । অথচ অনেক মানুষ জামায়া'তে উপস্থিত না হওয়ার জন্য অনেক বাহানা খোঁজ করে , অন্য দিকে তারা দিব্যি সুস্থ শরীরে ঘোরা ফেরা করে, মসজিদে যাওয়ার পথও কিন্তু তাদের জন্য অত্যন্ত সুগম ।

নামাযের জন্য জামায়া'ত পরিহার করাতো মোনাফেকীর আলামত , অতএব যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার এবং পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর উপাসনা করে সে অবশ্যই জামায়া'ত সহকারে নামায আদায় করবে এবং এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে । আর যে ব্যক্তি জামায়া'ত সহকারে নামায আদায় করবে না , গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এ ব্যক্তির চেহারাতে হৃদয়ের কালিমার ছায়া পড়েছে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা দেখেছি

প্রকাশ্য মোনাফেকরাই শুধু জামায়া'তে উপস্থিত হতোনা এবং আমাদের এমন ব্যক্তিকেও মসজিদে উপস্থিত করা হতো যার দু'পা খোঁড়া এবং এ অবস্থায় সে নামাযের কাঁতারে দাঁড়াতো ।

(মুসলিম শরীফ ৬৫৪)

প্রিয় ভাই ! আল্লাহ আপনার উপর যা ওয়াজিব করেছেন তা আদায়ের ব্যাপারে যেন পদস্খলন না ঘটে এ দিকে লক্ষ্য রাখুন। যারা সবসময় জামায়া'তের সংরক্ষণ করে এবং এর জন্য প্রান-পণ চেষ্টা করে আপনি তাদের সাথে সঙ্গ দিন তবেই আল্লাহর নিকট হতে সফলতা ও প্রসংশা লাভ করতে পারবেন ।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন ঃ

" أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ "

অর্থাৎ ঃ তারাই কল্যাণের প্রতি দ্রুত গমন করে

এবং তারা তাতে অগ্রগামী । (সূরা আল মু'মিনুন ৬১)

উপসংহার

প্রিয় পাঠক !

সৎ উপদেশের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি লিখতে বাধ্য হলাম, যাতে করে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আমরা আমাদের ইবাদত সমূহ পালন করতে পারি। মানুষের কাজের মধ্যে ভুলত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক, সুহৃদ পাঠকের নিকট অনুরোধ থাকলো আমাকে আমার ত্রুটি গুলো সম্পর্কে অবগত করার জন্য । এই ক্ষুদ্র কাজটি আল্লাহ তায়া'লা একনিষ্ট ভাবে তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করুন এবং এর দ্বারা লেখক, পাঠক এবং সকল সহযোগিকে উপকৃত করুন ।

আমীন !